- বর্ষ ২০২৫
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর - ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২৪ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

আট জেলায় ঘাসফুলের গ্রাহক সেবা পক্ষ উদযাপন



তারুণ্যের শক্তি, সৃজনশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তিকে ঘাসফুল তার কর্ম-এলাকার আটটি জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে গ্রাহক সেবা পক্ষ। ১৯ অক্টোবর থেকে ০২ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে ঘাসফুলের সেবাসমূহ তুলে ধরা, সেবার মানোন্নয়ন এবং মতামত গ্রহণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এই সময়ে নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলায় উন্নয়ন সভা, গ্রাহক মতবিনিময়, সৃজনশীল ও ক্রীড়া কার্যক্রম এবং বিশেষায়িত ফ্রি স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়। বিশেষভাবে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত স্বাস্থ্যক্যাম্পে ১৮০ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন।

ঘাসফুল বিশ্বাস করে, তরুণ সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণই টেকসই উন্নয়নের মূল শক্তি। মানবিক উন্নয়ন ও সেবাভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পাশে থাকার যে অঙ্গীকার ঘাসফুল ধারণ করে, এ ত্রৈমাসিকে গৃহীত উদ্যোগসমূহ তারই বাস্তব প্রতিফলন।

আগামী দিনগুলোতেও ঘাসফুল সমাজ পরিবর্তনে তরুণদের সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন ও মানবসেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে–এই প্রত্যাশা রইল।

তারুণ্যের উৎসবে উপহার: দুই মেধাবী ছাত্রীর হাতে স্বপ্নের বাইসাইকেল



নওগাঁর নিয়ামতপুরে ঘাসফুলের উদ্যোগে আয়োজিত "তারুণ্যের উৎসব–২০২৫" প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাহকসেবা পক্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) উপজেলার দুইজন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীর হাতে অনুদান হিসেবে তুলে দেওয়া হয় দুটি বাইসাইকেল, যা তাদের শিক্ষাজীবনে গতি ও আত্মবিশ্বাস যোগাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোর্শেদা খাতুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং নিয়ামতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হাবিবুর রহমান।

এছাড়াও বাসুদেবপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও নিয়ামতপুর আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, "উন্নয়নমূলক কাজে ঘাসফুল যে ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সকল কার্যক্রমে সহযোগিতা অব্যাহত রাখব।" বিশেষ অতিথিরাও ঘাসফুলের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নতুন বাইসাইকেল পেয়ে দুই শিক্ষার্থী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়। উপস্থিত সবার প্রত্যাশা, এই উদ্যোগ তাদের ভবিষ্যৎ পথচলায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের জোনাল ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী কহিনুর ইসলাম। এসময় নিয়ামতপুর শাখা ব্যবস্থাপক মো. শহিদুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হাটহাজারীতে "স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী সম্পন্ন



চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় গত ১০ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো "উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক সেমিনার ও স্টল প্রদর্শনী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর তত্ত্বাবধানে এবং হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন বলেন, "স্থানীয় উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। গ্রামের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যদি যথাযথভাবে সম্প্রসারিত হয়, তা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।"

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআর ঢাকার সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মৌসোনা ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব আরমান শাকিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব নিয়াজ মোর্শেদ।

অনুষ্ঠানের মূখ্য প্রবন্ধ উপস্থাপনে ড. মৌসোনা ইসলাম বলেন, "স্থানীয় উদ্ভাবকদের তৈরি প্রযুক্তি জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। প্রশাসন ও গবেষণা সংস্থাগুলোর সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে উদ্ভাবন দ্রুত সম্প্রসারিত হয়।"

প্রদর্শনীর স্টলগুলোতে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি, উৎপাদন সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়, যা স্থানীয় উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। এ আয়োজনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সঙ্গে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

যুগোপযোগী এই আয়োজনে সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন অন্যান্য অতিথিদের সাথে নিয়ে ঘাসফুলের প্রদর্শনী স্টল উদ্বোধন করেন।

সংস্থার প্রতিনিধিরা আগত অতিথি, কৃষি উদ্যোক্তা ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে চলমান কর্মসূচি, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। ঘাসফুলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচী'র উপজেলা সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, রেইজ প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর কাজী মো. সিরাজুস সালেকীন, হিসাবরণ কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিন পারভেজ এবং মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচী'র এরিয়া ম্যানেজার মো: সরফরাজ চৌধুরী।

হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন, কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানকালে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্ভাবনগুলো আগামীতে আরও বিস্তৃতভাবে কৃষি, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য খাতে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে, যা স্থানীয় অর্থনীতি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চট্টগ্রামে শিশুশ্রম নিরসন কর্মশালা: ঘাসফুল চেয়ারম্যানের ধারণাপত্র উপস্থাপন

চট্টগ্রামে বিভাগীয় শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কর্মশালায় শিশুশ্রম প্রতিরোধে বাস্তবচিত্র ও করণীয় তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাপত্র উপস্থাপন করেছেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী।

১১ ডিসেম্বর নগরীর হোটেল আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার আয়োজন করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর, চট্টগ্রাম। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন।



কর্মশালায় শিশুশ্রমের বর্তমান চিত্র, প্রভাব ও প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম এবং শ্রম আইন কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। শিশুশ্রম নির্মূলে সরকারি-বেসরকারি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্মিলিত উদ্যোগ জোরদারের আহ্বান জানানো হয়।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন



"আমি কন্যা শিশু – স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি"– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উদযাপিত হলো জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২৫। দিবসটি উপলক্ষে ০৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কন্যা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; বৈষম্য দূর করে তাদের সমান সুযোগ ও স্বপ্নপূরণের সহায়তা দিতে হবে, কারণ তারাই আগামী বাংলাদেশের শক্তি ও গর্ব।

অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসন এবং চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পাঠান মোঃ সাইদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক আতিয়া চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন ইলমা'র প্রধান জেসমিন সুলতানা পারু, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক সাদিয়া রহমান, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের পরিচালক নাসরিন সুলতানা খানম, এবং কারিতাসের আঞ্চলিক পরিচালক মার্সেল রতন গুদা।

আলোচকরা বলেন, প্রতিটি কন্যাশিশুর বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব– তাদের আত্মবিশ্বাস, সাহস ও সৃষ্টিশীলতাকে লালন করতে হবে আগামী প্রজন্মের উন্নয়নের স্বার্থে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ – ২০২৫ উদ্‌যাপন

"শিশুদের ধারণা ও প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিশুবান্ধব ও মানবিক নগর গঠনের অনুপ্রেরণা।"



বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ – ২০২৫ উপলক্ষে গতকাল ১২ অক্টোবর চট্টগ্রাম শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় "শিশুবান্ধব নগর উন্নয়ন ভাবনা" শীর্ষক এক সংলাপ। এতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজকর্মী ও এনজিও প্রতিনিধিদের পাশাপাশি শিশুরাও অংশগ্রহণ করে।

সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের চোখে একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় নগরীর রূপরেখা তুলে ধরা এবং নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের মতামত অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব আলোচনা করা।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি শিশুদের নগর ভাবনা ও প্রত্যাশা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাদের কৌতূহলী ও বুদ্ধিদীপ্ত কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরও দেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, " শিশুদের ধারণা ও প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতের উন্নয়ন ভাবনা – একটি শিশুবান্ধব ও মানবিক নগর গঠনের অনুপ্রেরণা।"

সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিশুরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। তারা মনে করে, একটি শিশুবান্ধব নগর গঠনে শিক্ষা, বিনোদন, নিরাপত্তা ও মানসিক বিকাশ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তাদের উপস্থাপিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের মধ্যে ছিল –

- শিশুদের জন্য নিরাপদ খেলার মাঠ, বিনোদন পার্ক ও স্কুলে শিশু-উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা;

- পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে বৃরোপণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া;

- জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ থেকে শিশুদের সুরায় কার্যকর পদপে গ্রহণ;

- শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা জোরদারে উদ্যোগ নেওয়া;

- শিশু নির্যাতন বা হয়রানির শিকার হলে তাৎক্ষণিক প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

- সড়ক দুর্ঘটনা ও মাদক থেকে শিশুদের সুরায় সিটি করপোরেশনের উদ্যোগ বাড়ানো;

- সরকারি বাজেটে শিশুদের জন্য পৃথক বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিার্থীরা সংলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আলোচনা আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তারা শিশুবান্ধব, নিরাপদ ও টেকসই নগর গঠনে নিজেদের ভাবনা ও পরামর্শ উপস্থাপন করে, যা উপস্থিত অতিথি ও বিশেষজ্ঞদের অনুপ্রাণিত করে।

বক্তারা বলেন, নগর উন্নয়নের প্রতিটি পরিকল্পনায় শিশুদের কণ্ঠকে মূল্য দিতে হবে– কারণ তারা কেবল ভবিষ্যতের নাগরিক নয়, বর্তমান নগর জীবনেরও সক্রিয় অংশীদার। তাদের চিন্তা ও পরামর্শই নগর উন্নয়নকে আরও মানবিক ও টেকসই পথে এগিয়ে নিতে পারে।

সংলাপটি শিশুদের অংশগ্রহণ, সৃজনশীল চিন্তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপনের এক তাৎপর্যপূর্ণ ও অনুপ্রেরণামূলক আয়োজন।



দারিদ্র্য নয়, মর্যাদার লড়াই

১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস ২০২৫

দারিদ্র্যকে আমরা সাধারণত হিসাবের খাতায় দেখি–কত আয়, কত ব্যয়, কত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। কিন্তু দারিদ্রের সবটা সংখ্যায় ধরা পড়ে না। একটি শিশুর স্কুলে যেতে না পারা, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা না হওয়া, নিরাপদ ঘরের অভাব কিংবা সরকারি সেবা নিতে গিয়ে অপমানিত হওয়াও দারিদ্রের বাস্তব চিত্র।

তাই ১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়–দারিদ্র্য কি শুধু অর্থের অভাব, নাকি মর্যাদা, অধিকার, সুযোগ ও নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়াও দারিদ্র্য?

২০২৫ সালের জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য–"Ending social and institutional maltreatment by ensuring respect and effective support for families"–সম্মান ও কার্যকর সহায়তার মাধ্যমে পরিবারগুলোর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবমাননার অবসানের আহ্বান জানায়। জাতিসংঘের ভাষায়, দারিদ্র্য কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়; এটি অনেক সময় ব্যবস্থাগত বঞ্চনা, যা মানুষের মর্যাদা ও অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

একটি পরিবারের আয় দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠলেই তার সব সংকট শেষ হয় না। শিশুর অপুষ্টি, মানসম্মত শিক্ষার অভাব, নিরাপদ পানি ও বাসস্থানের সংকট, চিকিৎসার অপ্রতুলতা কিংবা অনিশ্চিত কর্মসংস্থান–সব মিলিয়েই তৈরি হয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য।



২০২৫ সালের Global Multidimensional Poverty Index অনুযায়ী, ১০৯টি দেশে প্রায় ১১০ কোটি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে বাস করছে। তাঁদের মধ্যে ৮৮ কোটি ৭০ লাখ মানুষ অন্তত একটি বড় জলবায়ু ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

বাংলাদেশেও দারিদ্রের চিত্রটি একইভাবে বহুমাত্রিক। ২০২৫ সালে প্রকাশিত দেশের প্রথম National Multidimensional Poverty Index অনুযায়ী, ২০১৯ সালের তথ্যভিত্তিতে ৩ কোটি ৯০ লাখের বেশি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে ছিল। শিশুদের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক–প্রায় ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ শিশু বহুমাত্রিক দারিদ্রের মধ্যে রয়েছে।

যার অর্থ, দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু আয় বাড়ানোর লড়াই নয়। এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ বাসস্থান, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করার লড়াইও।

দারিদ্রের সবচেয়ে কঠিন দিক হলো এর উত্তরাধিকার। দরিদ্র পরিবারের একটি শিশু যদি অপুষ্টিতে বড় হয়, স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, দক্ষতা অর্জনের সুযোগ না পায় এবং অল্প বয়সে কম মজুরির কাজে ঢুকে পড়ে, তাহলে তার সন্তানও একই সংকটে পড়তে পারে।

তাই দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে কার্যকর বিনিয়োগগুলোর একটি হলো শিশু ও পরিবারের সক্ষমতায় বিনিয়োগ। পরিবারকে শুধু সাময়িক সহায়তা নয়, শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দিতে হবে। দারিদ্র্য দূর করতে সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু শুধু সহায়তা দিয়ে স্থায়ী পরিবর্তন আসে না। প্রয়োজন সুরক্ষা ও সক্ষমতার সমন্বয়।

সামাজিক সুরক্ষা সংকটে পরিবারকে টিকিয়ে রাখে। শিক্ষা ও দক্ষতা ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও উদ্যোক্তা সহায়তা আয় তৈরির সুযোগ বাড়ায়। আর ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মসংস্থান মানুষকে দেয় মর্যাদাপূর্ণ জীবনের ভিত্তি।

এখানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি। দরিদ্র মানুষকে কেবল 'উপকারভোগী' নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে দেখতে হবে। তাঁদের কথা শুনতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাঁদের সক্ষমতার ওপর আস্থা রাখতে হবে।

জাতিসংঘও ২০২৫ সালে তিনটি পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে–নিয়ন্ত্রণ থেকে যত্নে, নজরদারি থেকে সহায়তায় এবং ওপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার বদলে অংশগ্রহণমূলক সমাধানে।

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্য দূরীকরণ কোনো একক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাজ নয়। রাষ্ট্রকে কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, বেসরকারি খাতকে তৈরি করতে হবে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান, আর উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে মানুষের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতাকে কর্মসূচির কেন্দ্রে আনতে হবে।

কারণ একজন কৃষক শুধু দরিদ্র নন–তিনি খাদ্য উৎপাদন করেন। একজন নারী শুধু সহায়তা-প্রার্থী নন–তিনি উদ্যোক্তা হতে পারেন। একজন শ্রমিক শুধু কম মজুরির কর্মী নন–তিনি অর্থনীতির চালিকাশক্তির অংশ। আর একটি দরিদ্র পরিবারের শিশু শুধু আজকের বাস্তবতা নয়–সে আগামী বাংলাদেশের সম্ভাবনা।

সুতরাং ১৭ অক্টোবর শুধু একটি দিবস নয়; আমাদের উন্নয়ন ভাবনাকে নতুন করে দেখার দিন। দারিদ্র্যহীন সমাজ গড়তে অর্থ, নীতি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা প্রয়োজন। তবে তার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের প্রতি সম্মান। কারণ দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকৃত সাফল্য শুধু কতজনকে সহায়তা দেওয়া হলো, তার হিসাব নয়; বরং কত মানুষ মর্যাদা নিয়ে নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ পেলেন–সেই হিসাব।

ঘাসফুল রেইজ (RAISE) প্রকল্প

দক্ষতার হাতে কাজ, কাজের হাতে মর্যাদা

একজন তরুণের হাতে যদি কাজ না থাকে, তার হাতে শুধু সময় থাকে না–থাকে অনিশ্চয়তা। আর সেই অনিশ্চয়তা কখনো তাকে কম মজুরির কাজে ঠেলে দেয়, কখনো অভিবাসনের ঝুঁকিতে, কখনো বা বেকারত্বের দীর্ঘ অপেক্ষায়।

বাংলাদেশের কর্মজগতের বড় অংশই এই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৮৪.৯ শতাংশ কর্মজীবী মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। নারীদের ক্ষেত্রে এই হার আরও বেশি। অর্থাৎ কর্মসংস্থান নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যত বুঝতে হলে শুধু বড় শিল্পকারখানা নয়, দেখতে হবে ছোট দোকান, ওয়ার্কশপ, বিউটি পার্লার, দর্জির দোকান, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিকের কাজ কিংবা ঘরে বসে পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকেও।

এধরণের বাস্তবতায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে ২০২২ সালে শুরু হওয়া উদ্যোগটির লক্ষ্য ছিলো–স্বল্পআয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের সাথে পিকেএসএফ-এর ২০২৬ সালের জুলাই থেকে অতিরিক্ত অর্থায়নে প্রকল্পটির মেয়াদ ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

RAISE প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–এখানে প্রশিক্ষণকে বিচ্ছিন্ন কোনো কর্মসূচি হিসেবে দেখে না। দক্ষতা, জীবনদক্ষতা, ব্যবসা পরিচালনা, অর্থায়ন এবং কর্মসংস্থান–সবকিছুকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।

প্রকল্পটির শিক্ষানবিশ মডেলে একজন তরুণ সরাসরি একজন অভিজ্ঞ গধংঃবৎ ঈৎধভঃংঢ়বৎড়হ (MCP)-এর সঙ্গে কাজ শিখছেন। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ শিক্ষা নয়; বাস্তব কর্মক্ষেত্রই হয়ে উঠছে শেখার জায়গা।

এ পদ্ধতির সামাজিক গুরুত্বও কম নয়। পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের একটি মূল্যায়নে দেখা গেছে, RAISE-এর প্রথম তিনটি apprenticeship cohort-এর ২,৫২৯ জনের মধ্যে ৬৪ শতাংশ মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে এবং ২৪ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন। প্রশিক্ষণশেষে ৫৯ শতাংশ একমাসের মধ্যেই কাজে যুক্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। ৯৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং ৯০ শতাংশ মনে করেছেন, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। পরিসংখ্যানটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সামনে আনে–দক্ষতা শুধু আয় বাড়ায় না, মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণাও বদলে দেয়।

চট্টগ্রাম শুধু বাংলাদেশের প্রধান বন্দরনগরী নয়; শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, নির্মাণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সেবাখাতের একটি বড় কর্মভূমিও। ফলে এখানকার শ্রমবাজারে এমন অসংখ্য কাজ রয়েছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির চেয়ে বাস্তব দক্ষতার মূল্য বেশি। এরকম বাস্তবতায় RAISE-এর শিক্ষানবীশ মডেলের একটি স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে।

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান প্রোগ্রাম- চট্টগ্রাম জোনের ১৮টি শাখার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। মাঠপর্যায়ের কাজের মধ্যে রয়েছে তরুণদের নির্বাচন, Master Craftsperson-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা, প্রশিক্ষণ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থায়নের সঙ্গে যুক্ত করা।

ঘাসফুল মাঠপর্যায়ে বিউটি কেয়ার, টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, গ্রাফিক ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইটেনেন্স, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাব্রিকেশন, ড্রাইভিং ও অটোমেকানিক্স, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেটাল ওয়ার্কস এবং কার্পেন্টি কাজসহ ১২টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। যা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত বহিরাগত মূল্যায়কের মাধ্যমে যাচাই করা হবে।

RAISE-প্রকল্পের আরেকটি শক্তি–দক্ষতার স্বীকৃতি। কাজ জানা আর কাজের দক্ষতার স্বীকৃতি পাওয়া এক বিষয় নয়। একজন তরুণ যখন প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতির একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, তখন তার দক্ষতা শ্রমবাজারে উপস্থাপনের মতো একটি পরিচয় পায়। এলক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের রিকগনাইজড প্রাইয়র লার্নিং (আরপিএল) এর মাধ্যমে দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়- যা জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশে কারিগরি দক্ষতা শেখার প্রাচীন পদ্ধতি 'উস্তাদ-শাগরেদ। RAISE সেই ঐতিহ্যকে আধুনিক প্রশিক্ষণ কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করেছে। একজন অভিজ্ঞ কারিগর তাঁর কাজের কৌশল শেখাচ্ছেন; আর প্রশিক্ষণার্থী শুধু যন্ত্রপাতি ধরতে নয়–শিখছে সময়ানুবর্তিতা, নিরাপত্তা, গ্রাহকের সঙ্গে আচরণ, কাজের মান, দায়িত্ববোধ এবং কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা।

বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর মূল্যায়নও দেখিয়েছে, এই hands-on Training/ hands-on Learning, On the Job Training মডেল তরুণদের কর্মসংস্থানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে মূল্যায়নে আধুনিক যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা, মূলধনের অভাব, নারী তরুণীদের অপ্রচলিত ট্রেডে প্রবেশের সামাজিক বাধার মতো সমস্যাগুলোকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ শেষ হলেই কাজ শেষ নয়। প্রশিক্ষণ থেকে কর্মসংস্থান–এই সেতুটি শক্তিশালী করাই পরবর্তী চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ এখনো পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ বলছে, তরুণ নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ পুরুষ তরুণদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। নিরাপত্তা, সামাজিক রীতি, পরিবারের দায়িত্ব ও পরিচর্যার চাপ–সবই নারীর কর্মজীবনে প্রবেশের পথে বাধা তৈরি করে।

একজন তরুণী যদি টেইলারিং, গ্রাফিক ডিজাইন, বিউটি কেয়ার সার্ভিস কিংবা ইলেকট্রিক্যাল কাজ শিখে আয় শুরু করেন, তাহলে পরিবর্তনটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত আয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর ভূমিকা বাড়ে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি নতুন উদাহরণ তৈরি হয়।

জঅওঝউ-প্রকল্পের সাফল্য তাই শুধু কতজন তরুণ প্রশিক্ষণ পেলেন, কতটি ব্যাচ সম্পন্ন হলো কিংবা কতটি সনদ বিতরণ করা হলো–এই হিসাব দিয়ে মাপলে প্রকৃত প্রভাব ধরা পড়বে না। আসল প্রশ্ন হলো, প্রশিক্ষণের পর কতজন স্থায়ী কর্মসংস্থানে যুক্ত হলেন, কতজন আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিলেন, কার আয় টেকসইভাবে বাড়ল, কতজন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেন এবং কতজন নারী দীর্ঘমেয়াদে শ্রমবাজারে টিকে থাকতে পারলেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন–প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার তিন বছর বা পাঁচ বছর পর তাঁদের অবস্থান কোথায়? কারণ একটি প্রশিক্ষণের তাৎক্ষণিক ফলাফল এবং একটি মানুষের জীবনে তার দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন এক বিষয় নয়। UNDP-এর youth skills development-এর অভিজ্ঞতাও দেখায়, কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হতে হয়; নিয়োগদাতাদের সম্পৃক্ততা, পিছিয়ে থাকা তরুণদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কর্মসংস্থান অনুসরণ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য ধারাবাহিক mentoring I finance নিশ্চিত করা জরুরি।

এ বিবেচনায় চট্টগ্রাম জোনের Ghashful Microfinance & Financial Inclusion Program-এর ১৮টি শাখাকে শুধু RAISE বাস্তবায়নের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে নয়, স্থানীয় শ্রমবাজারের তথ্য ও সংযোগকেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলা যেতে পারে। কোন এলাকায় কোন ট্রেডের চাহিদা বাড়ছে, কোন পেশায় দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে, কোন শিল্প বা ব্যবসায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং কোন Master Craftsperson কার্যকর প্রশিক্ষণ দিতে পারছেন–এসব তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করলে প্রশিক্ষণ আরও বাস্তবভিত্তিক ও Demand-Driven হবে। একই সঙ্গে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি থেকে প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ পর্যন্ত অনুসরণ করার জন্য একটি কার্যকর Training-to-Employment এবং Tracking Szstem গড়ে তোলা প্রয়োজন। স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে Job Linkage, Internship ও Placement, নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পরিবারভিত্তিক counselling, digital marketing, e-commerce, financial literacy ও AI-enabled কাজের মৌলিক দক্ষতা, সফল Master Craftsperson-দের স্থানীয় learning centre হিসেবে শক্তিশালীকরণ এবং প্রশিক্ষণ-পরবর্তী ক্ষুদ্র মূলধন ও business mentoring-এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা গেলে RAISE-এর প্রভাব আরও টেকসই হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত একজন তরুণের হাতে একটি সনদ তুলে দেওয়াই RAISE- প্রকল্পের শেষ সাফল্য নয়; বরং সেই সনদ তাঁর জীবনে কতটা নতুন দরজা খুলল, সেটিই আসল। একটি প্রশিক্ষণ একজনকে চাকরি দিতে পারে, একটি দক্ষতা একজনকে উদ্যোক্তা করতে পারে, আর একটি টেকসই উদ্যোগ একসময় আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এভাবেই ব্যক্তির দক্ষতা ধীরে ধীরে পরিবারের আয়, স্থানীয় অর্থনীতি এবং বৃহত্তর সমাজের উৎপাদনশীলতায় রূপ নেয়। তাই RAISE-কে কেবল একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্প হিসেবে নয়, বাংলাদেশের বিপুল অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তিকে দক্ষতা, অর্থায়ন, কর্মসংস্থান ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করার একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা প্রয়োজন। ঘাসফুল-চট্টগ্রাম জোনের ১৮টি শাখা সেই বিনিয়োগের মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সেতু। আজকের শিক্ষানবিশই আগামীদিনের দক্ষ কারিগর, আর আজকের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাই হতে পারেন আগামীদিনের নিয়োগদাতা। সুতরাং RAISE-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু 'দক্ষ যুবক তৈরি করা নয়–এমন আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম মানুষ তৈরি করা, যাঁরা নিজের জীবন ও পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা গড়ে তুলবেন, অন্যের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন এবং সমাজের উৎপাদনশীল শক্তিকে এগিয়ে নেবেন। কারণ উন্নয়নের শেষকথা শুধু আয় নয়; উন্নয়নের গভীরতম অর্থ হলো কাজের সুযোগ, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা এবং মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার।

চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫ উদযাপন: ঘাসফুলের অংশগ্রহণ;



২ ডিসেম্বর ২০২৫ জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর চট্টগ্রামের আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিয়া এবং সহ-সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর চট্টগ্রাম-এর উপ-পরিচালক আতিয়া চৌধুরী। "নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সরকারি ও এনজিও প্রতিনিধি, নারী নেত...বৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বিদ্যমান সেবা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা এবং সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল অভিভাবককে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালিত হবে।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল সংবাদ

শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল শিার্থীদের অংশগ্রহণ

বিশ্ব শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে গত ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রামের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিশু অধিকার, সমতা, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ ভাবনাকে রঙ-তুলির ছোঁয়ায় প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরে। ঘাসফুলের শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাদের সৃজনশীলতা, সচেতনতা এবং ইতিবাচক মানসিকতার উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (প্রশাসন, মানবসম্পদ ও প্রোগ্রামস) সাদিয়া রহমান এবং কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম।



'শিশুদের ধারণা ও প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিশুবান্ধব ও মানবিক নগর গঠনের অনুপ্রেরণা'

শিশুবান্ধব নগর গঠনে শিশুদের ভাবনা ও অংশগ্রহণে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমিতে সংলাপ অনুষ্ঠিত



বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ–২০২৫ উপলে ১২ অক্টোবর ২০২৫ চট্টগ্রাম শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় "শিশুবান্ধব নগর উন্নয়ন ভাবনা" শীর্ষক এক সংলাপ। এতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, নগর উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজকর্মী ও এনজিও প্রতিনিধিদের পাশাপাশি শিশুরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় নগরীর রূপরেখা তুলে ধরা এবং নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের মতামত অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য এনজিও প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি শিশুদের নগর ভাবনা ও প্রত্যাশা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাদের কৌতূহলী ও চিন্তাশীল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "শিশুদের ধারণা ও প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতের উন্নয়ন ভাবনা– একটি শিশুবান্ধব ও মানবিক নগর গঠনের অনুপ্রেরণা।"

সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ ও প্রস্তাবনা তুলে ধরে। তারা শিশুবান্ধব নগর গঠনে শিক্ষা, বিনোদন, নিরাপত্তা ও মানসিক বিকাশের বিষয়গুলোকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানায়।

তাদের উপস্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনার মধ্যে ছিল –

- শিশুদের জন্য নিরাপদ খেলার মাঠ, বিনোদন পার্ক ও স্কুলে শিশু-উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে বৃরোপণ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ থেকে শিশুদের সুরায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন।
- শিশু নির্যাতন ও হয়রানির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- সড়ক দুর্ঘটনা ও মাদক থেকে শিশুদের সুরায় সিটি করপোরেশনের উদ্যোগ বৃদ্ধি।
- জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য পৃথক বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা সংলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাদের ভাবনা ও প্রস্তাবনা উপস্থিত অতিথি ও বিশেষজ্ঞদের অনুপ্রাণিত করে।

বক্তারা বলেন, নগর উন্নয়নের প্রতিটি পরিকল্পনায় শিশুদের কণ্ঠকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তারা কেবল ভবিষ্যতের নাগরিক নয়, বরং বর্তমান নগর জীবনেরও অংশীদার। তাদের চিন্তা ও প্রস্তাবনা একটি মানবিক ও টেকসই নগর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সংলাপটি শিশুদের অংশগ্রহণ, সৃজনশীল চিন্তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য প্রকাশে বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপনের তাৎপর্যপূর্ণ ও অনুপ্রেরণামূলক আয়োজনে পরিণত হয়।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে "শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ–২০২৫ উপলক্ষে ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে "শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক কল্যাণের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা–যাতে শিশুদের প্রতি যত্ন, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার সংস্কৃতি আরও সুদৃঢ় হয়।



স্কুল কমিটির সদস্য কবিতা বড়ুয়া'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রাম এর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব মোসলেহ উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী, ওয়ার্ল্ড ভিশন চট্টগ্রাম প্রধান জনি রোজারিও, অপরাজেয় বাংলাদেশ–চট্টগ্রাম এর ইনচার্জ জিনাত আরা বেগম, কারিতাস বাংলাদেশের প্রতিনিধি সোমা বড়ুয়া এবং ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) সোহাইল-উদ-দোজা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সভায় সঞ্চালনা করেন ঘাসফুলের প্রোগ্রাম সমন্বয়ক জনাব সিরাজুল ইসলাম।

বক্তারা বলেন, শিশুর মানসিক সুস্থতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে সুষ্ঠু শিক্ষা, নিরাপদ পরিবেশ এবং ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্কের মাধ্যমে। তাঁরা প্রতিটি শিশুর জন্য স্বাস্থ্যকর, আনন্দমুখর ও শেখার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

আলোচনায় শিশু বক্তা হিসেবে অংশ নেয় আফরীন জাহান দিশা (৭ম শ্রেণি), রোহান আদনান (৪র্থ শ্রেণি) এবং মিফতাউল ইসলাম (৪র্থ শ্রেণি)। তারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করে উপস্থিত অতিথিদের মুগ্ধ করে।

অভিভাবক বক্তা রানিয়া সুলতানা শিশুদের মানসিক বিকাশে পারিবারিক সহায়তা ও যত্নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ, সচেতন উপস্থাপনা ও অনুপ্রেরণামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে আয়োজনটি বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপনের এক স্মরণীয় ও শিক্ষণীয় আয়োজনে পরিণত হয়।

অভিনন্দন মিফতাহুল ইসলাম!



বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস–২০২৫ উপলক্ষে ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় "শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক কল্যাণ" শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা তাদের ভাবনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করে। তাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী মিফতাহুল ইসলাম তার আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপনা ও সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথম স্থান অর্জন করে।

শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মহোদয় চট্টগ্রাম শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের সম্মিলিত দায়িত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশে গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচিতে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ১৫৯ শিক্ষার্থীকে টিকা প্রদান

জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি ২০২৫-এর অংশ হিসেবে গত ১৬ অক্টোবর ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ১৬৯ জন শিক্ষার্থী বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এই বৃহৎ কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রায় ৫ কোটি শিশুকে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (TCV) প্রদান করা হচ্ছে। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য পরিচালিত এ কর্মসূচি স্কুলভিত্তিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে নির্ধারিত দিনে স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে প্লে থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের টাইফয়েডের মতো জীবনঝুঁকিপূর্ণ সংক্রামক রোগ থেকে সুরা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টাইফয়েড একটি পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ, যা শিশুদের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ; আর টিকাদান এ রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা।



ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে চক্ষু পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন



২২ অক্টোবর ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের অংশ হিসেবে পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনিতে অবস্থিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের মোট ১৭০ জন শিক্ষার্থীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিটের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি লায়ন মির্জা মো. ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স দ্বিতীয় ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আবু বকর সিদ্দিক পিএমজেএফ, জিএলটি ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর লায়ন জাহানারা বেগম এমজেএফ, জিএসটি ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর লায়ন মোরশেদুল হক চৌধুরী, আরসি হেডকোয়ার্টার লায়ন তারেক কামাল, লায়ন নাদিরা রহমানসহ লিও সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ ও স্কুল কমিটির সদস্য কবিতা বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীরা "যেমন খুশি তেমন সাজো" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যা অনুষ্ঠানকে আরও আনন্দঘন করে তোলে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অতিথিবৃন্দ বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি



তারুণ্যের উৎসব পালিত

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে উৎসবমুখর পরিবেশে ২৮ অক্টোবর তারুণ্যের উৎসব পালন করা হয়। এ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বিষয় ছিল "তারুণ্যের জয়গান"। অন্যদিকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে, যেখানে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "তারুণ্যের উৎসব"। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে ক্লাস পার্টি অনুষ্ঠিত

গত ২৫ নভেম্বর চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ক্লাস পার্টি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আনন্দঘন পরিবেশে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হয়। ক্লাস পার্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, আনন্দ ও বিদ্যালয় জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, সামাজিক আচরণ ও দলগত চেতনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে এ ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানটি আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।



আইডিয়্যাল পাবলিক মেধাবৃত্তিতে ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তি অর্জন, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের সাফল্য:

অভিনন্দন রোহান ও হুমায়রা!!



ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, তাদের দুইজন মেধাবী শিক্ষার্থী চলতি বছরের আইডিয়্যাল পাবলিক মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় ক...তিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ বৃত্তি পরীক্ষায় ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র রোহান আদনান ট্যালেন্টপুল বৃত্তি এবং ৩য় শ্রেণির ছাত্রী হুমায়রা আলিফ সাধারণ বৃত্তি অর্জন করেছে।

এই সাফল্য বিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষার মান, শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল প্রতিফলন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অর্জনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

বিদ্যালয়ের এমন ধারাবাহিক সাফল্য ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীদের আরও অনুপ্রাণিত করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘ দিবস উদযাপন



চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ সেবক কলোনিতে অবস্থিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘ দিবস (UN Day) উদযাপন করা হয়েছে। লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট ও লিও ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট -এর উদ্যোগে গত ২৪ অক্টোবর ২০২৫ এই আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ জাতিসংঘের আদর্শ, বিশ্বব্যাপী শান্তি, ঐক্য এবং মানবকল্যাণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। দিবসটি উপলক্ষে শিশুদের অংশগ্রহণে কেক কাটা হয় এবং তাদের মাঝে খাবার ও চকলেট বিতরণ করা হয়, যা শিশুদের মাঝে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট-এর সভাপতি লায়ন মির্জা মোঃ ইলিয়াছ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ৩১৫-বি৪-এর দ্বিতীয় ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আবু বক্কর সিদ্দিক পিএমজেএফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিএলটি ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর লায়ন জাহানারা বেগম এমজেএফ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরসি (হেড কোয়ার্টার) লায়ন তারেক কামাল, আরসি লায়ন ইঞ্জিনিয়ার চন্দন দাশ এমজেএফ ও লায়ন হোমায়রা কবির চৌধুরী, লায়ন নাদিরা রহমান, লিও ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট শওকত হোসেন, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা বেগম, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও লিও সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের প্রথম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল'-এর প্রতিষ্ঠাতা লায়ন শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এমজেএফ। তিনি লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট-এরও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর উদ্যোগে চট্টগ্রামে হরিজন সম্প্রদায়ের পরিচ্ছন্নতা-কর্মীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ

নিয়মিত কার্যক্রম

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের গত তিনমাসে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার এর সহযোগিতায় শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতা মূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলেভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। গত তিনমাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%।



Ghashful Foster Children Care Centre প্রকল্প সংবাদ

ঘাসফুলের আয়োজনে ফস্টার শিশুদের আনন্দ ভ্রমণ

ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ১৯ ডিসেম্বর নওগাঁর নিয়ামতপুরে অবস্থিত ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুদের জন্য একটি আনন্দঘন ও শিক্ষণীয় আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। নাটোরের লালপুরে অবস্থিত গ্রীন ভ্যালী লিঃ এ আয়োজিত এই আনন্দ ভ্রমণে ১৫ জন ফস্টার শিশু ও তাদের পালিত অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন।



দিনব্যাপী এ আয়োজনে শিশুরা পার্কের বিভিন্ন রাইডে অংশ নেয়, খেলাধুলা করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের মাধ্যমে সময় কাটায়। শিশুদের হাসি ও প্রাণচাঞ্চল্যে পুরো আয়োজনটি এক উৎসবমুখর পরিবেশে রূপ নেয়। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী খেলনা কেনার সুযোগ পেয়ে শিশুরা ভ্রমণটিকে আরও স্মরণীয় করে তোলে।

ভ্রমণটি নিরাপদ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে নিয়ামতপুর উপজেলার ইউএনও জনাব মোর্শেদা খাতুন প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং শিশুদের কল্যাণে ঘাসফুলের এ মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

এসময় ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলাম এবং শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ শহীদুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান, যেখানে ফস্টার শিশুরা সংস্থার তত্ত্বাবধানে পালিত মা-বাবার স্নেহময় পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত বিকাশের সুযোগ লাভ

শীতের কনকনে ঠান্ডায় উষ্ণতার ছোঁয়াঃ

ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুদের জন্য ঘাসফুলের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ



শীতের কনকনে ঠান্ডায় একটু উষ্ণতার ছোঁয়া দিতে ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুদের জন্য আয়োজন করা হয় এক বিশেষ মুহূর্ত। এ আয়োজনের লক্ষ্য ছিল শুধু শীতবস্ত্র প্রদান নয়; বরং শিশুদের নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তাদের আনন্দকে প্রাধান্য দেওয়া।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ফস্টার শিশুরা হাসি ও উচ্ছ্বাস নিয়ে মার্কেটে গিয়ে নিজেরাই পছন্দ করে নিজেদের শীতের নতুন পোশাক। কারও চোখে ছিল নতুন জামার স্বপ্ন, কারও মুখে ফুটে ওঠে নির্ভেজাল আনন্দের হাসি। নতুন পোশাক পেয়ে শিশুদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

ভালোবাসা, সম্মান ও যত্নের এই অনুভূতির জন্য শিশুরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। শিশুদের এই হাসিই ঘাসফুলের সব আয়োজনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর নওগাঁর নিয়ামতপুরে অবস্থিত ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুরা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শিশুরা মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে প্রদর্শনের মাধ্যমে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের পরিবেশনা ও সৃজনশীল উপস্থাপনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের আবহ ফুটে ওঠে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোর্শেদা খাতুন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর থানার অফিসার্স ইনচার্জ জনাব রফিকুল ইসলাম। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন ও শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ শহিদুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাব।



ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সংবাদ

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৫ উদযাপন



জাতিসংঘ ঘোষিত গত ১ অক্টোবর ছিল আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়ন এবং নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ৩নং ভাবিচা ইউনিয়নে পৃথক আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং প্রবীণদের সম্মাননা ও উপহার বিতরণ করা হয়।

দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল–"একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছো, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো, সযত্নে তোমায় রাখবো আগলে"এবং আন্তর্জাতিক শ্লোগান–"Older Persons Driving Local and Global Action: Our Aspirations, Our Well-being, Our Rights."

ছিপাতলী ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ও কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে নিয়ামতপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রবীণ কমিটির সদস্য এবং প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, প্রবীণদের প্রতি সম্মান, সুরক্ষা ও যত্ন নিশ্চিত করা সমাজের সকল স্তরের মানুষের দায়িত্ব। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অবদানকে মূল্যায়ন করে সমাজ উন্নয়নে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

উভয় আয়োজনেই প্রবীণদের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও যত্নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে আনন্দ ও অনুপ্রেরণার আবহ সৃষ্টি করে।



হাটহাজারী ও নিয়ামতপুরে ঘাসফুলের উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা-২০২৫ অনুষ্ঠিত

সামাজিক উন্নয়ন, সম্মাননা ও জনসম্পৃক্ততায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ





ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর দেশের দুইটি উপজেলায়–চট্টগ্রামের হাটহাজারী এবং নওগাঁর নিয়ামতপুরে–উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন, জনসম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নের ঈদগাঁ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে আয়োজিত মেলায় সমাজে ও পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ৩ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ, ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান, ১ জন কিশোর-কিশোরী মেন্টর, ৬ জন যুব নারী-পুরুষ এবং সাংবাদিকতা, ক্রীড়া, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ অবদানের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকেও সম্মাননা জানানো হয়।

মেলায় বিভিন্ন স্টল, কিশোর-কিশোরী ও যুবদের অংশগ্রহণে ম্যারাথন দৌড় এবং সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে মেডেল প্রদান করা হয়। একই দিনে বিকেলে "৩৬ জুলাইয়ের স্বপ্ন: নতুন বাংলাদেশ গঠনে তারুণ্যের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে, একই তারিখে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় আয়োজিত উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলায় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ৩ জন প্রবীণ, ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান, ১ জন মেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৬ জন যুব, ১ জন সাংবাদিক ও ১ জন ক্রীড়াবিদকে সম্মাননা স্মারক, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কৃষি অফিসারকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

উন্নয়ন মেলায় শীতের পিঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি এবং কিশোরদের দেয়ালিকা লিখনসহ বিভিন্ন স্টল প্রদর্শিত হয়। প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন স্টলসমূহ পরিদর্শন করে ঘাসফুলের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি জনাব চৌধুরী মোঃ সাহাবউদ্দিন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল আহসান লাভু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মোঃ খোরশেদ আলম শিমুল, ডা. কাজী আবুল খায়ের, মোঃ জিয়া হায়দার মেম্বার ও সাহাবউদ্দিন মেম্বারসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। অন্যদিকে নিয়ামতপুর উপজেলায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে. এম. জি. রব্বানি বসুনিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার মোঃ সাদেকুর রহমান, শিক্ষা অফিসার মোঃ তরিকুল ইসলাম এবং ভাবিচা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিঞা মোঃ মামুনুর রশিদ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন মোঃ কহিনুর ইসলাম।

বক্তারা বলেন, বছরের শেষ প্রান্তে আয়োজিত এই উদ্যোগ তৃণমূল মানুষের মানবিক উন্নয়ন, মর্যাদা বৃদ্ধি ও সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের স্বীকৃতি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে নতুন বাংলাদেশ গঠনে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

নওগাঁর নিয়ামতপুরে ঘাসফুল আয়োজিত দুই দিনব্যাপী যুব প্রশিক্ষণ

নেতৃত্ব, স্বেচ্ছাসেবা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে তরুণদের অংশগ্রহণ



পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন "সমৃদ্ধি কর্মসূচি"র আওতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৩নং ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে গত ১৪ ও ২০ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী যুব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

"সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন" শীর্ষক এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩নং ভাবিচা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিঞা মো. হারুনুর রশিদ। প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন নিয়ামতপুর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এস.এম. কামরুজ্জামান। সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. মোকলেছার রহমান।

প্রশিক্ষণে ১৬ জন নারী ও ৩৪ জন পুরুষসহ মোট ৫০ জন যুব সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা উদ্যোক্তা হওয়ার পথ, পড়াশোনার পাশাপাশি আয়বর্ধক উদ্যোগ গ্রহণের কৌশল এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ধারণা লাভ করেন।

এসময় নিয়ামতপুর উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ ও হাটহাজারীতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫

তারুণ্যের শক্তি, সম্প্রীতি ও উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত আয়োজন



ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর দেশের দুইটি উপজেলায়–চট্টগ্রামের হাটহাজারী এবং নওগাঁর নিয়ামতপুরে–উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন, জনসম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নের ঈদগাঁ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে আয়োজিত মেলায় সমাজে ও পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ৩ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ, ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান, ১ জন কিশোর-কিশোরী মেন্টর, ৬ জন যুব নারী-পুরুষ এবং সাংবাদিকতা, ক্রীড়া, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ অবদানের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকেও সম্মাননা জানানো হয়।

মেলায় বিভিন্ন স্টল, কিশোর-কিশোরী ও যুবদের অংশগ্রহণে ম্যারাথন দৌড় এবং সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে মেডেল প্রদান করা হয়। একই দিনে বিকেলে "৩৬ জুলাইয়ের স্বপ্ন: নতুন বাংলাদেশ গঠনে তারুণ্যের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে, একই তারিখে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় আয়োজিত উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলায় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ৩ জন প্রবীণ, ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান, ১ জন মেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৬ জন যুব, ১ জন সাংবাদিক ও ১ জন ক্রীড়াবিদকে সম্মাননা স্মারক, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কৃষি অফিসারকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

উন্নয়ন মেলায় শীতের পিঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি এবং কিশোরদের দেয়ালিকা লিখনসহ বিভিন্ন স্টল প্রদর্শিত হয়। প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন স্টলসমূহ পরিদর্শন করে ঘাসফুলের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি জনাব চৌধুরী মোঃ সাহাবউদ্দিন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল আহসান লাভু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মোঃ খোরশেদ আলম শিমুল, ডা. কাজী আবুল খায়ের, মোঃ জিয়া হায়দার মেম্বার ও সাহাবউদ্দিন মেম্বারসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। অন্যদিকে নিয়ামতপুর উপজেলায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে. এম. জি. রব্বানি বসুনিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার মোঃ সাদেকুর রহমান, শিক্ষা অফিসার মোঃ তরিকুল ইসলাম এবং ভাবিচা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিঞা মোঃ মামুনুর রশিদ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন মোঃ কহিনুর ইসলাম।



বক্তারা বলেন, বছরের শেষ প্রান্তে আয়োজিত এই উদ্যোগ তৃণমূল মানুষের মানবিক উন্নয়ন, মর্যাদা বৃদ্ধি ও সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের স্বীকৃতি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে নতুন বাংলাদেশ গঠনে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ভাবিচায় বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প



ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ৩নং ভাবিচা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের রাউতাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত শনিবার (২৫ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষায়িত ফ্রি স্বাস্থ্যক্যাম্প।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে গাইনী বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডা. সুলতানা জাহান (এমবিবিএস, এমসিপিএস), সহকারী অধ্যাপক, টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মাহতাব-ই-আলম (এমবিবিএস, এফসিপিএস, বিসিএস-স্বাস্থ্য), মাহতাব মেডিকেল সেন্টার, নওগাঁ চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ওষুধ বিতরণ করা হয়, যা স্থানীয় জনগণের জন্য বিশেষ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩নং ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাউতাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ জবেদা আক্তার। এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যক্যাম্পটি পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলাম। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোঃ ইমরান হোসেন এবং সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল মারুফ।

ক্যাম্পে নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রবীণ মিলিয়ে মোট ২২১ জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। ঘাসফুলের এই উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঘাসফুল দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধরনের বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

গত তিনমাসে ৮৬টি স্ট্যাটিক ও ১৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১২৪৪জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ১৯৮জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ২১৬টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।



মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে ঘাসফুলের সমৃদ্ধি কর্মসূচি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে ১৮টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী ও ১৫ জন ফস্টার শিক্ষার্থীকে নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পরবর্তীতে নিয়ামতপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য কর্মসূচিতে অংশ নেয় ঘাসফুল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএনও মোর্শেদা খাতুন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ওসি রফিকুর ইসলাম। অতিথিরা ঘাসফুলের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

নিয়ামতপুর ও হাটহাজারীতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

শিশু থেকে প্রবীণ–সব বয়সের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর আয়োজন





পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নওগাঁর নিয়ামতপুর ও চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৩নং ভাবিচা ইউনিয়নে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় কৈশোর, প্রবীণ, উন্নয়নে যুব সমাজ এবং সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের সদস্যরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্ড পর্যায়ে বাছাই শেষে চূড়ান্ত পর্বে ১৮টি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৬০০ জন অংশগ্রহণকারী মোট ৩৯টি ইভেন্টে অংশ নেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী মোট ১১৭ জন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রেফারির দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন থেকে সনদপ্রাপ্ত রেফারি মো. সিরাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩নং ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিঞা মো. মামুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত জোনাল ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন কার্যক্রমের সদস্যরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ভাবিচা ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল হামিদ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

অন্যদিকে, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে গত ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্ক...তিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুব নারী-পুরুষ ও প্রবীণসহ মোট ৯২২ জন অংশগ্রহণকারী ৩৯টি একক, যৌথ ও দলীয় ইভেন্টে অংশ নেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ১৩৬ জন বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক কেশব কুমার বড়ুয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক চৌধুরী সাহাব উদ্দিন, সাংবাদিক কে. এম. ইউসুফ, মোহাম্মদ কাসেম সিকদার ও মোহাম্মদ ইউসুফসহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতাগুলোতে সব বয়সী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ স্থানীয় সমাজে আনন্দ, সম্প্রীতি ও ইতিবাচক সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করেছে। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে এ ধরনের উদ্যোগকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে ঘাসফুল ও পিকেএসএফের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ঘাসফুল BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের জেন্ডার কনসালটেন্টের পটিয়া উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ পিকেএসএফ-এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন BD Rural WASH for HCD Project-এর জেন্ডার কনসালটেন্ট শার্মীন ফরহাত ওবায়েদ ঘাসফুল-এর চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত ৯টি স্যানিটেশন (ল্যাট্রিন) সরেজমিনে পরিদর্শন করে এর গুণগত মান যাচাই করেন। এ সময় ল্যাট্রিনের মান উন্নয়ন, নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য নিরাপদ ও ব্যবহারবান্ধব ল্যাট্রিন নির্মাণে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।



এছাড়াও তিনি মাঠ পর্যায়ের এলই (স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রেতা)-এর বাসায় সরাসরি সাক্ষাৎ করেন এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রয় কার্যক্রম ও সংরক্ষিত রেকর্ড যাচাই করেন। এ সময় তিনি বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল ও মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। ভিজিট চলাকালীন তিনি এলই (ল্যাট্রিন নির্মাতা)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং তার নির্মিত রিং সরাসরি পরিদর্শন করেন। এ সময় বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ নির্ধারিত টয়লেট মডেল অনুসরণে কোনো ব্যতিক্রম না করার বিষয়ে তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে তিনি ঘাসফুল কালারপোল শাখার মহিলা স্টাফদের নিয়ে জেন্ডার ইস্যু ও মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা করেন এবং সমিতি সভাসমূহে এসব বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করার নির্দেশনা দেন। শাখা পরিদর্শনকালে তিনি শাখায় স্থাপিত স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রয় কর্নার এবং নারী কর্মী ও মহিলা সদস্যদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থাপনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চট্টগ্রাম জোনের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমান এবং শাখা ব্যবস্থাপক সৈয়দ

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ইউসিসি) সভা সম্পন্ন



পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রম এলাকায় ইউনিয়ন ও উপজেলা সমন্বয় কমিটি (UCC) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার এবং মাঠপর্যায়ের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে টেকসই উন্নয়নের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল ও প্রয়াস-নেজমপুর শাখায় গত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউসিসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের সিনিয়র কনসালট্যান্ট জনাব মোঃ আজহার আলী প্রামাণিক। সভার শুরুতে তিনি ঘাসফুল নাচোল ও জিনারপুর শাখার প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সভায় ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নাচোল এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ শরীফ আহমেদ, নাচোল শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ রাশেদুল, জিনারপুর শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ ইমাম হোসেন এবং রহনপুর শাখার প্রতিনিধি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৮টি এনজিও প্রতিষ্ঠানের মোট ১৩টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় হয়।

অন্যদিকে, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও আনোয়ারা উপজেলায় যথাক্রমে ৮ ডিসেম্বর ও ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ইউসিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাটহাজারী উপজেলার সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর আইভিসি জনাব আবুল হোসেন ভুইয়া এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল চট্টগ্রাম জোনের সহকারী পরিচালক মো. নাছির উদ্দীন। এ সভায় হাটহাজারী এরিয়া ম্যানেজার মো. সরফরাজ চৌধুরীসহ এলাকার ১০টি প্রতিষ্ঠানের শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। স্যানিটেশনের গুরুত্ব, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এর প্রভাব এবং পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

এছাড়া আনোয়ারা উপজেলায় অনুষ্ঠিত ইউসিসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব আবদুল মতিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইভিসি মোহাম্মদ ইলিয়াজ সিরাজী এবং প্রত্যাশীর সহকারী পরিচালক দীপলু বড়ুয়া। সভায় উপজেলার ওয়াশ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সকল প্রতিষ্ঠানের শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ইউসিসি সভাগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা, উন্নয়ন সংস্থা ও স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় আরও সুদৃঢ় হয়েছে। একই সঙ্গে ওয়াশ খাতে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট করণীয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

সমন্বিত প্রয়াসে ঘাসফুলের শাখাসমূহের ধারাবাহিক সাফল্য



BD Rural WASH for HCD প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘাসফুলের বিভিন্ন শাখা ও উপজেলা তাদের কার্যকর পরিকল্পনা, মাঠপর্যায়ের দক্ষতা এবং দলগত উদ্যোগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৮ অক্টোবর ২০২৫ অনুষ্ঠিত ইউসিসি সভার মূল্যায়নে ঘাসফুল নাচোল শাখা প্রথম স্থান অর্জন করে, যা মাঠপর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের স্বীকৃতি। পরদিন ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ঘাসফুল জিনারপুর শাখা উদ্যম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম স্থান এবং ঘাসফুল রহনপুর শাখা টিমওয়ার্কের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ স্যানিটেশন ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সমন্বিত উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে ঘাসফুল দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। একই ধারাবাহিকতায় ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত ইউসিসি সভায় কার্যকর সমন্বয় ও মানসম্মত বাস্তবায়নের জন্য ঘাসফুল আনোয়ারা শাখা প্রথম স্থান অর্জন করে।

এই সাফল্যসমূহ ঘাসফুলের টেকসই উন্নয়ন দর্শন, দলগত শক্তি ও মানবিক অঙ্গীকারের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

ঘাসফুল রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (RMTP) সংবাদ

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিনমাসে ১৫টি ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমসাময়িক বিষয় বিশেষ করে বাচ্চার দামের উঠানামা, ফিডের বিকল্প কাঁচামালের ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদিত প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয়সহ বিভিন্ন মার্কেট লিংকেজের ইস্যু নিয়ে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

সভায় পণ্য ও সার্ভিসের সরবরাহ চেইন উন্নয়ন এবং বাজার ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে এক্টরদের মাঝে সমন্বয় ও সমঝোতা সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ (খামারী, এলএসপি, ফিড ও বাচ্চার ডিলার, ভ্যাকসিন ও ওষুধ ব্যাবসায়ী, হ্যাচারি মালিক, ফিডের কাঁচামাল সরবরাহকারী) উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোতে ১৪০ জন পুরুষ ও ১৬০ নারীসহ মোট ৩০০ জন উপকারভোগী সদস্য অংশগ্রহণ করেন।



পেকিন হাঁস পালন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন ও খামারিকে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান



আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পেকিন জাতের হাঁস পালন বিষয়ে মোট ৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক ও লাভজনক হাঁস পালন পদ্ধতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় খামারিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রদর্শনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পেকিন হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ের জন্য নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে নওগাঁ সদর উপজেলায় ০২ জন, বদলগাছী উপজেলায় ০৩ জনসহ মোট ৫ জন খামারিকে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ১২,৫০০ টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

এই উদ্যোগের ফলে খামারিরা হাঁস পালন কার্যক্রমে আগ্রহী হচ্ছেন এবং বিকল্প আয় সৃষ্টির পাশাপাশি পুষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

ক্যাম্বেল হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ে ২৪ খামারিকে অনুদান

নওগাঁ জেলায় হাঁস পালন খাতে উৎসাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্বেল জাতের হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ে ২৪ জন খামারিকে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বদলগাছি উপজেলায় ৩ জন, নজিপুরে ৫ জন, মান্দায় ১০ জন, মহাদেবপুরে ৪ জন এবং নওগাঁ সদরে ২ জন খামারিকে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ৬০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

উন্মুক্ত জলাশয় ও বিল অঞ্চল সমৃদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চলে হাঁস পালন দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ক্যাম্বেল জাতের হাঁস রোগবালাই কম এবং ৪–৫ মাসের মধ্যেই ডিম দেওয়া শুরু করায় এটি খামারিদের জন্য লাভজনক। অনুদানপ্রাপ্ত খামারীরা প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কৃত্রিম হ্যাচারিতে উৎপাদিত ডিম ন্যায্যমূল্যে নিয়মিত সরবরাহ করবেন।



সোনালী এ গ্রেড বাচ্চা ক্রয়ে ২১ খামারিকে ভর্তুকি প্রদান



খামার বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে নওগাঁ জেলায় মাল্টি কালার টেবিল চিকেন/সোনালী এ গ্রেড বাচ্চা ক্রয়ে আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে ২১ জন খামারিকে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত তিন মাসে বদলগাছি উপজেলায় ৭ জন, নজিপুরে ১১ জন ও মান্দায় ৩ জন খামারিকে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ৫২,৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

দেশি মুরগীর স্বাদের অনুরূপ হওয়ায় সোনালী জাতের ডিম ও মাংসের চাহিদা বেশি। এ জাতের মুরগী ৪৫-৫০ দিনে ৭০০–৮৫০ গ্রাম ওজনে পৌঁছে এবং রোগ প্রতিরোধ মতা ভালো হওয়ায় খামারিরা এতে আগ্রহী হচ্ছেন। অনুদানপ্রাপ্ত খামারিরা উৎপাদিত মুরগী প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত হালাল হাইজিন পোল্ট্রি চেইন শপে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করছেন। কাস্টারভিত্তিক খামার গড়ে ওঠায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রেতারা সরাসরি খামারীদের থেকে মুরগী সংগ্রহ করছেন।

বদলগাছিতে হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন

পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার বদলগাছি ইউনিয়নে ৩টি হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চেইন শপ মালিকদের সঙ্গে কন্টাক্ট গ্রোয়ার খামারিদের লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী খামারিদের উৎপাদিত নিরাপদ ও মানসম্মত পোল্ট্রি পণ্য সরাসরি চেইন শপে বিক্রি করা হবে। এতে খামারে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ও গ্রোথ প্রোমোটার প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জিএপি (GAP) অনুশীলনের মাধ্যমে খামার পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

চেইন শপগুলো থেকে সাধারণ ভোক্তারা সহজেই ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি পরিমাণে রেডি-টু-কুক হালাল পোল্ট্রি পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। এর ফলে ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কন্টাক্ট খামারিরা ন্যায্যমূল্যে মুরগী বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন।



হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারী উন্নয়ন

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় একটি হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারী উন্নয়ন করা হয়েছে। এ হ্যাচারীর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত বাণিজ্যিক হাঁস খামার থেকে নিয়মিত ডিম সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে বাচ্চা উৎপাদন করা হচ্ছে। হ্যাচারী মালিক নিয়মিত কন্ট্রাক্ট খামারগুলো পরিদর্শন করেন এবং মানসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করতে খামারিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।



চিকেন কুব মডেলে দেশী মুরগী পালন কার্যক্রম সম্প্রসারণ



ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বদলগাছিতে ৩টি, মহাদেবপুরে ১টি ও পত্নীতলায় ২টিসহ মোট ৬টি দেশী মুরগীর প্যারেন্টস্টক উৎপাদনের জন্য চিকেন কুব মডেল খামার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি খামারে গড়ে ১২০টি করে দেশী মুরগী রয়েছে।

দেশী মুরগী পালনে প্রতি ১০টি মুরগীর জন্য ১টি মোরগ রাখার নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। বিশেষ আবাসন ব্যবস্থার ফলে মা মুরগীর বাৎসরিক ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্যারেন্টস্টক উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

খাঁচা পদ্ধতিতে কবুতর পালন প্রদর্শনী স্থাপন

পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলায় খাঁচা পদ্ধতিতে কবুতর পালন বিষয়ে মোট ৯টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে নওগাঁ ৪টি, কির্তীপুরে ১টি, মহাদেবপুরে ২টি এবং চৌমাসিয়ায় ১টি। প্রতিটি খামারে গড়ে ৮০ জোড়া করে কবুতর পালন করা হচ্ছে, যা বিকল্প আয় সৃষ্টি ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখছে।





খামারের ভৌত কাঠামো উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র পোল্ট্রি উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং রোগ ঝুঁকি কমাতে আরামদায়ক পোল্ট্রি শেড স্থাপনে খামারিরা আগ্রহী হচ্ছেন।

গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বদলগাছি ইউনিয়নের ১১টি খামারকে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য মোট ১,১০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। খামারে অটোমেটিক পানির ড্রিংকার, ছাদে স্প্রিংকলার, আর্দ্রতা ও অ্যামোনিয়া গ্যাস পরিমাপক যন্ত্র এবং তাপমাত্রা নির্ণয়ের সেন্সর-বেইসড অটোমেটেড ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডার ক্ষেত্রে অটোমেটিকভাবে ফ্যান ও লাইট চালু করা যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে খামারে পোল্ট্রি পালনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, উৎপাদন ও বার্ডের স্বাস্থ্য উন্নত হচ্ছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পোল্ট্রি খামার উন্নয়ন





পোল্ট্রি খাতে খামারির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর খামার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও রোগের ঝুঁকি কমাতে এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল শেড স্থাপনে খামারিরা আগ্রহী হচ্ছেন।

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় 'মেসার্স আরিফ পোল্ট্রি ফিড' নামে একটি আধুনিক পোল্ট্রি খামার উন্নয়ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খামারটিতে কুলিং প্যাড, স্প্রিংকলার, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র, ত্রিফল ফ্যান এবং এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পানির অপচয় রোধে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ডিভাইসের মাধ্যমে ফ্যান, লাইট, মোটর ও স্প্রিংকলার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এর ফলে খামারে বার্ড ইউনিফরমিটি বজায় থাকছে, মৃত্যুহার কমছে এবং উৎপাদন ও বৃদ্ধি হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে।

নিরাপদ পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে অনলাইন প্রচারণা



আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় খামারীরা আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন। ব্যবসার প্রসার এবং নিরাপদ পণ্যের প্রচারের জন্য অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় ২ জন উপকারভোগী সদস্যকে অনলাইন প্রচারণার জন্য



১৫ হাজার টাকা করে মোট ৩০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ভোক্তারা বিভিন্ন মোড়কজাত পণ্য যেমন প্যাকেটজাত মাংস (২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি) এবং জৈব সার (১, ২ ও ৫ কেজি) প্রয়োজনমতো ক্রয় করতে পারবেন।

প্রকল্প স্টাফ ও কারিগরি কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের স্টাফ ও কারিগরি কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা চৌমাসিয়া শাখায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া। এসময় নওগাঁ জোনের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান প্রকল্পের কার্যক্রম ও ঋণ ব্যবস্থার সমন্বয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও প্রকল্প এলাকার ১০টি শাখার এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রকল্প কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



ডিএলএস, পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

পিকেএসএফ, ড্যানিডা এবং ইফাদ এর আর্থিক সহায়তায় ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্পের গত তিনমাসে ০২ টি সভা নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তাসহ, পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের সদস্যরা ও প্রকল্পের উদ্যোক্তারা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সমস্যা ও উত্তোরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।



জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ–২০২৫ মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ



"দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি–প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নওগাঁ জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদযাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে নওগাঁ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। র‍্যালি শেষে ফিতা কেটে ও ফেস্টুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গৌরাংগ কুমার তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইবনুল আবেদীন এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়ব্রত পাল।

উদ্বোধন শেষে অতিথিবৃন্দ মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। স্টলগুলোতে উন্নত জাতের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, ছাগল ও গরুর পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ-সংক্রান্ত খাদ্য, ভ্যাকসিন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়। মেলায় খামারি ও সাধারণ দর্শনার্থীদের ছিল উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি।

মেলায় ঘাসফুলের স্টল বিশেষভাবে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, আরএমটিপি (Rural Microenterprise Transformation Project) পিকেএসএফ ও ইফাদ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত একটি উন্নয়ন উদ্যোগ। এর লক্ষ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষকদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাজার সংযোগের মাধ্যমে টেকসই কৃষিভিত্তিক ব্যবসা গড়ে তোলা। নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ঘাসফুল এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদন, পশুপালন উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরে নওগাঁ সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, খামারি, উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।



স্বপ্ন থেকে সফলতা: বদলে যাওয়া নার্গিস বেগমের জীবন



নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার সারতা গ্রামের একজন সাধারণ গৃহিণী ছিলেন মোছাঃ নার্গিস বেগম। সীমিত আয়ে সংসার চালানো ছিল কঠিন, আর ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। তবে ঘাসফুল পরিচালিত আরএমটিপি পোল্ট্রি উপ-প্রকল্পের সহায়তায় আজ তিনি একজন সফল খামারি উদ্যোক্তা।

পিকেএসএফ ও ইফাদ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের আওতায় নার্গিস বেগম গড়ে তুলেছেন একটি আধুনিক হাঁসের খামার। বর্তমানে তাঁর খামারে রয়েছে ১,৮০০টি খাকি ক্যাম্পবেল প্রজাতির হাঁস, যা থেকে নিয়মিত ডিম ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে তিনি স্থায়ী আয়ের উৎস তৈরি করেছেন।

খাকি ক্যাম্পবেল প্রজাতির হাঁস দ্রুত ডিম উৎপাদন, সহজ ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতার কারণে দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নার্গিস বেগম এখন স্থানীয় বাজারে নিয়মিত সরবরাহ করছেন নিরাপদ ও পুষ্টিকর পোল্ট্রি পণ্য।

নার্গিস বেগম বলেন,"ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা ছাড়া আমি কখনো এই খামার শুরু করতে পারতাম না। এখন আমার পরিবারের আয় বেড়েছে, আমরা স্বচ্ছলভাবে চলতে পারছি, আর নিজের উপর আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়েছে।"

আরএমটিপি পোল্ট্রি টিম তাঁকে খামার ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং বাজার সংযোগে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। ফলে তাঁর খামারটি এখন শুধু একটি আয়ের উৎস নয়, বরং আশেপাশের মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

নার্গিস বেগমের এই সাফল্যের গল্প প্রমাণ করে–সঠিক দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পরিবারও আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে পারে। মহাদেবপুর অঞ্চলে তাঁর এই উদ্যোগ এখন দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে নতুন আশার আলো জাগাচ্ছে।

Extended Community Climate Change Project (ECCCP) সংবাদ

নিয়ামতপুরে জলবায়ু অভিযোজন গ্রুপের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত Extended Community Climate Change Drought Project (ECCCP-Drought) প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন গ্রুপের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত তিন মাসে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলো পরিচালনা করেন ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম।

সভায় স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং তা মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় টেকসই কৃষি পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার, অতিরিক্ত পানিনির্ভর ফসল চাষের প্রভাব এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।



সভায় অংশগ্রহণকারীরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খরার প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। আয়োজকরা জানান, এসব সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে জলবায়ু সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।

SMART প্রকল্পের সংবাদ

পরিবেশ কাবের সভা অনুষ্ঠিত



বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চকঝখ-এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ঝগঅজঞ প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত পরিবেশ ক্লাবগুলোর নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ফলচাষী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মধ্যে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব চর্চা বিস্তারে এসব ক্লাব কাজ করছে।

গত তিন মাসে নির্মল পরিবেশ ক্লাব, সাপাহার মডেল পরিবেশ ক্লাব, রাসুলপুর, আমন্তপুর, পাতারী, শ্যামনগর ও অর্জুনপুর পরিবেশ ক্লাবের ৩টি করে মোট ২১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় পুরুষ ৩৪৪ জন ও নারী ৬৮ জনসহ মোট ৪১২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সভাগুলোতে ফলচাষ ও বাগান পরিচর্যায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাথী ফসল চাষ ও মালচিং পদ্ধতি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও আম চাষের গুরুত্ব, বাজারজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং চাষিদের বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভাগুলোতে প্রকল্প ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরিবেশ ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জলবায়ু বিপদাপন্নতা, RECP ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত SMART প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (অক্টোবর–ডিসেম্বর'২৫) "জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে মোট ৬টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ৬টি ব্যাচে ১২১ জন নারী ও ২৭ জন পুরুষসহ মোট ১৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, RECP (Resources Efficient and Cleaner Production) পদ্ধতির প্রয়োগ, ড্রিপ ইরিগেশন ও ই-স্প্রিংকলারসহ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল কৃষি অনুশীলন এবং টেকসই উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা. শাপলা খাতুন, অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, সাপাহার সরকারি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং নওগাঁ ডিডি অফিসের কৃষি প্রকৌশলী কোরবান আলী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।



প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ধারণা পেয়েছেন, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও কৃষি উৎপাদন উন্নয়নে সহায়ক হবে।

জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতে নতুন দিগন্ত: SMART প্রকল্পে গড়ে উঠছে মডেল উদ্যোক্তা



নওগাঁসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে SMART (Sustainable Market Access through Rural Transformation) প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় মডেল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ (Model ME) গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষকদের জলবায়ু-সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।

খরা, অতিবৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পানির সংকটের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন ব্যয় কমানো, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত টেকসইতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পটি কৃষিতে Climate Smart Agriculture (CSA) এবং RECP চর্চা সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঘাসফুল মাঠ পর্যায়ে নানা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করছে। এর মধ্যে রয়েছে পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি যেমন ড্রিপ ও স্প্রিংকলার, খরা ও রোগ সহনশীল উন্নত জাতের ব্যবহার, মাটি স্বাস্থ্য উন্নয়নে জৈব সার, কম্পোস্ট ও মালচিং, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে সোলার ব্যবহারের প্রসার। পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে গত তিন মাসে মাঠ পর্যায়ে ইতোমধ্যে ৭টি মডেল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা স্থানীয় কৃষকদের জন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করছে। এসব মডেল উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদন ঝুঁকি কমছে, একই সঙ্গে কৃষিতে টেকসই পদ্ধতির বিস্তার ঘটছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই ধরনের যৌথ উদ্যোগ কৃষকদের শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলছে না, বরং একটি পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থার পথও সুগম করছে। ভবিষ্যতে এই মডেলগুলো দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সম্প্রসারণ করা হলে কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।



SMART (ফ্রুট) উপ-প্রকল্পে বেসলাইন সার্ভে সম্পাদন: মডেল উদ্যোক্তাদের বর্তমান অবস্থা নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ



SMART (Sustainable Market Access through Rural Transformation) (ফ্রুট) উপ-প্রকল্পের আওতায় মডেল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ (ME) সমূহের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত বেসলাইন সার্ভে কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এই সার্ভের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও হস্তক্ষেপ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বেসলাইন সার্ভের আওতায় এমই মালিকদের মৌলিক তথ্য যেমন নাম, বয়স, লিঙ্গ, ব্যবসার ধরন, অবস্থান এবং ব্যবসা শুরুর সময়কাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার জলবায়ু ঝুঁকি–যেমন খরা, অতিবৃষ্টি ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি–এবং পূর্ববর্তী ক্ষতির অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ দূষণের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করা হচ্ছে।

কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চাষকৃত ফসল বা জাত, বর্তমান চাষ পদ্ধতি এবং জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তির ব্যবহার। পাশাপাশি পানি ও জ্বালানি ব্যবহারের ধরন, সেচ ব্যবস্থার অবস্থা, পানির উৎস ও ব্যবহার পরিমাণ, এবং বিদ্যুৎ, ডিজেল বা সোলার শক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

RECP ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে জৈব সার বা কম্পোস্ট ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং কীটনাশক ব্যবহারের ধরন মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সর্বশেষে উৎপাদন খরচ, গড় উৎপাদন, বার্ষিক আয় ও লাভ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে মডেল এমই-এর বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণ করা হবে।

এছাড়া, বেসলাইন সার্ভের পাশাপাশি একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রস্তুত করা হচ্ছে, যেখানে এমই-এর বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যবহৃত প্রযুক্তি, পানি ও জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ এবং উদ্যোক্তার বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে। মাঠ পর্যায়ের বাস্তব চিত্র, উৎপাদন ইউনিট, যন্ত্রপাতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দৃশ্য ধারণের মাধ্যমে হস্তক্ষেপের পূর্ববর্তী অবস্থা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হবে।

এই বেসলাইন ভিডিও ডকুমেন্টারী ভবিষ্যতে এন্ডলাইন ভিডিওর সঙ্গে তুলনা করে প্রকল্পের ফলাফল, পরিবর্তন ও প্রভাব বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি SMART/PKSF-এর রিপোর্টিং, MIS, শিক্ষা গ্রহণ এবং নলেজ শেয়ারিং কার্যক্রমে এটি একটি কার্যকর সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

সাফল্যের গল্প

“মাটির টানে বদলে যাওয়া জীবন: ট্রাইকো কম্পোস্টে মুশফিকের সাফল্য”

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার তরুণ কৃষক মুশফিকুর রহমানের গল্পটি আজ এক অনুপ্রেরণার নাম। সাধারণ চাষাবাদ থেকে ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা থেকেই তার পথচলা শুরু। আধুনিক জৈব কৃষির প্রতি আগ্রহ তাকে ভাবতে শেখায়–কিভাবে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যায়। সেই ভাবনা থেকেই তিনি ট্রাইকোডার্মা সমৃদ্ধ জৈব সার, অর্থাৎ ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদনের উদ্যোগ নেন।





শুরুতে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন না। তবে ঘাসফুলের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত স্মার্ট-ফল প্রকল্প থেকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি নতুন করে আত্মবিশ্বাস পান। এরপর নিজের বাড়ির পাশেই একটি ছোট কম্পোস্ট ইউনিট স্থাপন করেন। গরু-ছাগলের গোবর, পচা খড়, উদ্ভিদ আবর্জনা এবং ট্রাইকোডার্মা ছত্রাক ব্যবহার করে তিনি কম্পোস্ট তৈরি শুরু করেন। প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যেই উৎপাদন সম্পন্ন হয়, এবং প্রতিবার প্রায় ৩ টন ট্রাইকো কম্পোস্ট পাওয়া যায়।

নিজের জমিতে ধান, সবজি ও ফলজ গাছে এই জৈব সার ব্যবহার করে তিনি চমকপ্রদ ফলাফল পান। মাটির গঠন উন্নত হয়, কেঁচো ও উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে, এবং ফসলের ফলন প্রায় ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রায় ৪০ শতাংশ কমে যায়। ফলে খরচ কমে এবং উৎপাদন আরও টেকসই হয়।

মুশফিক এখানেই থেমে থাকেননি। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদিত ট্রাইকো কম্পোস্ট স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করেন। প্রতি কেজি ১২-১৫ টাকা দরে বিক্রি করে তিনি মাসে গড়ে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা আয় করছেন, যা তার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। বাড়তে থাকা চাহিদার কথা বিবেচনা করে তিনি ইতোমধ্যে আরও দুটি নতুন ইউনিট স্থাপন করেছেন। তবে পথচলায় কিছু বাধাও এসেছে। শুরুর দিকে উৎপাদন পদ্ধতি ও সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা ছিল, আর স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতার অভাবে বাজার সম্প্রসারণও সহজ হয়নি। তবুও তিনি ধৈর্য ধরে কাজ চালিয়ে গেছেন এবং ধীরে ধীরে এই বাধাগুলো কাটিয়ে উঠছেন।

আজ মুশফিকুর রহমানের এই উদ্যোগ কেবল তার নিজের সাফল্যের গল্প নয়; এটি পুরো এলাকার কৃষকদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। তার কাজ প্রমাণ করেছে–পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করেও লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলা সম্ভব। মাটির প্রতি যত্ন আর সঠিক পরিকল্পনা থাকলে, কৃষিই হতে পারে টেকসই উন্নয়নের শক্ত ভিত্তি।

ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্পের আওতায় খরা সহিষ্ণু লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে হোমস্টেড ফার্মিংয়ে আদিবাসীদের স্বাবলম্বী করার বিভিন্ন উদ্যোগ



ইউএনডিপি ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি-স্মল গ্রান্টস প্রোগ্রামের আর্থিক সহায়তায় এবং ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন Community-based Adaptation for Resilient Empowerment of Adivasi in Barind Region of Naogaon (CARE) প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৫) নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বদলগাছী সদর ও মথুরাপুর ইউনিয়নের ৯৯জন উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে অনুদান প্রদান করা হয়।

৯১ জন আদিবাসী পরিবারের মাঝে অনুদান সামগ্রী বিতরণ : ৯১ জন আদিবাসী সদস্যকে হাঁস-মুরগি পালন ও সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রতি ১,৬০০/- টাকা হারে মোট ১,৪৫,৬০০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকার অনুদান সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পোল্ট্রি ঘর উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান : পোল্ট্রি ঘর উন্নয়ন করে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পরিবেশে হাঁস-মুরগি পালনের জন্য ০২ জন সদস্যকে জনপ্রতি ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।



গবাদি প্রাণির শেড উন্নয়নে সহায়তা : গবাদি প্রাণির নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন নিশ্চিত করতে ০৫ জন সদস্যকে জনপ্রতি ৫০০০/- টাকা করে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

বসত ভিটায় সবজি চাষে অনুদান বিতরণ : বসতভিটায় সবজি চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ০৩ জন সদস্যকে জনপ্রতি ২৫০০/- টাকা করে ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

ইউএনডিপি ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটরের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

ঘাসফুলের বাস্তবায়নাধীন কেয়ার প্রকল্পের আওতায় গত ২৯-৩০ অক্টোবর কর্ম-এলাকায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ইউএনডিপি-স্মল গ্রান্টস প্রোগ্রামস-এর ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর জনাব ডা. মোজাম্মেল হক।

পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত ইনোভেটিভ উদ্যোগসমূহ সরেজমিনে ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এসব কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান আরও উন্নত হবে।





শস্য ও সবজি চাষে আর্থিক সহায়তা প্রদান

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন কেয়ার প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২৫) পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে শস্য উৎপাদন জন্য মোট ৬১ জন সদস্যকে জনপ্রতি ২৫০০/- টাকা করে মোট ১,৫২,৫০০/- (এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ৫০ জন এবং দ্বিতীয় ধাপে ১১ জন সদস্য অনুদান গ্রহণ করেছেন। সদস্যরা সাশ্রয়ী পানি ব্যবহার করে রবি মৌসুমে শস্য ও সবজি চাষে মনোনিবেশ করেছেন। এর মধ্যে ০৭ জন বারি গম–৩০, ০৫ জন বারি সরিষা–১৪ চাষ করছেন, ৪৯ জন আলু, পেঁয়াজ, মরিচ, লাউ, বেগুন, মিষ্টি আলু ও রসুনসহ বিভিন্ন সবজি এবং সাথী ফসল হিসেবে পটল ও খিরা চাষ করছেন।

হাঁস-মুরগি পালনে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খামারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

কেয়ার প্রকল্পের আওতায় হাঁস-মুরগি পালনে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপকারভোগী খামারীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিদিন হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ, বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত টিকাদান (ভ্যাকসিনেশন) বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারীরা উন্নত ও লাভজনক পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করেন।



হাঁস-মুরগির টিকাদান ক্যাম্পেইন সম্পন্ন



ঘাসফুলের বাস্তবায়নাধীন কেয়ার প্রকল্পের আওতায় ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী হাঁস-মুরগির টিকাদান ক্যাম্পেইন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে আয়োজিত এ ক্যাম্পে এলএসপি আল-আমিন টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পাশাপাশি তিনি অসুস্থ মুরগি শনাক্ত করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ১,২০০টি মুরগি ও ৪৬০টি হাঁসকে টিকা প্রদান করা হয়েছে, যা স্থানীয় খামার ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, নিয়মিত টিকাদানের ফলে হাঁস-মুরগির মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এতে খামারিরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এবং তাদের আগ্রহও বাড়ছে।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংবাদ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভাগের উদ্যোগে কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার্স, বিষয়ভিত্তিক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এক্সটারনাল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা হয়। অপরদিকে, এক্সটারনাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ ও অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আধুনিক জ্ঞান ও নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠ ও দপ্তর পর্যায়ের কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, পেশাগত সক্ষমতা ও সেবার মান উন্নয়নে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Training of Trainers	২৩-২৭ নভেম্বর ২০২৫	০১	PKSF
Workshop on the Role of the Grievance Management Committee (GMC)	১১ ডিসেম্বর ২০২৫	০১	প্রত্যাশী
Training of Female LE & PO Staff on Sanitary Napkin Entrepreneurship	২২ ডিসেম্বর ২০২৫	০২	PKSF

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম সংবাদ

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৫ পালিত: র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



"সব বাধা দূর করি, এইডসমুক্ত সমাজ গড়ি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সিভিল সার্জন কার্যালয়, চট্টগ্রামের উদ্যোগে এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণে ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করে।

পরিবার কল্যাণ প্রচার ও সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



পরিবার কল্যাণ প্রচার ও সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের আয়োজনে পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ক্লিনিকে ০৯ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মেডিকেল অফিসার ডা. বিপাশা সিদ্দিক "পরিকল্পিত পরিবার, নিরাপদ মাতৃত্বের অঙ্গীকার" প্রতিপাদ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃশিশু স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। UNFPA-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে কমছে, যা স্বাস্থ্যসেবা বিস্তার ও সচেতনতার ইতিবাচক প্রভাব।

সভায় বক্তারা বলেন, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্লিনিকভিত্তিক সেবা, নিয়মিত পরামর্শ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা সমাজে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ঘাসফুল ক্লিনিকের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে এসব বিষয়ে সচেতন করা এবং স্বাস্থ্যসেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানো।

সুসমন্বিত প্রচেষ্টায়–স্বাস্থ্য প্রশাসন, এনজিও এবং কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রম একসঙ্গে এগিয়ে গেলে–বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিকল্পিত পরিবার ও নিরাপদ মাতৃত্ব আরও জোরদার করা সম্ভব, যা মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুহার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সিএইচপি প্রোগ্রামের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্বাস্থ্যসহকারী শিখা বড়ুয়া, সেবিকা নকিম সাইলুকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

নিয়মিত সেবা কার্যক্রম



ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সদস্যদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, টিকাদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান করছেন। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটির স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নয়নে ঘাসফুল অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা নিচে উপস্থাপন করা হলে

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৪৮৮
টিকাদান কর্মসূচি	২৬১
পরিবার পরিকল্পনা	৭০
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৭২৫০
হেলথ কার্ড	৮৫১

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হসপিটাল এবং অরবিসের সহযোগিতায় সাপাহার, নিয়ামতপুর, সরাইগাছি ও নাচোল উপজেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে কেন্দ্রের উদ্যোগে নিয়ামতপুর উপজেলায় মোট ৩টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পগুলিতে দরিদ্র ও সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চোখ পরীক্ষা, চশমা বিতরণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, চক্ষু স্বাস্থ্য রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যাঃ

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	০১	১৩৬	৩০	০৯
মোট	০১	১৩৬	৩০	০৯



Medical Centers for the Marginalized and Poorest of the Poor (MCMPP)



ঘাসফুল কারিতাসের সহযোগিতায় জানুয়ারি ২০২৫ থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাকলিয়া এলাকার (ওয়ার্ড নং ১৭, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫), পাহাড়তলী আকবরশাহ এলাকার (ওয়ার্ড নং ০৮, ০৯, ১৩ ও ১৪), সীতাকুন্ড উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়ন এবং বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নে "Medical Centers for the Marginalized and Poorest of the Poor (MCMPP)" প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র নারীদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে, যা নারীর স্বাস্থ্য সুরা ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তারই ধারাবাহিকতায় গত তিনমাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২৫)

✦ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় - ৩২টি।

✦ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয় - ৩৭৯জনকে।

✦ প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয় - ২২জনকে।

✦ মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় – ২২জনকে।

✦ রেফারেল / কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয় - ৬ জনকে।

তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনায় টেকসই অগ্রগতির লক্ষ্যে ঘাসফুলে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত





ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী এক পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার মূল লক্ষ্য – আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টেকসই অগ্রগতির জন্য কার্যকর ও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা নির্ধারণ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "সঠিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সামনে যেমন কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তেমনি সম্ভাবনাও অপরিসীম। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন নিজেদের প্রস্তুত করার পাশাপাশি বাস্তবসম্মত কৌশল ও আন্তরিক প্রয়াস।"

কর্মশালার সঞ্চালনায় ছিলেন উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু। আলোচনায় অংশ নেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী এবং প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক সাদিয়া রহমান।

সংস্থার তিনটি জোনের প্রধান যথাক্রমে সাইদুর রহমান খান, মো: নাছির উদ্দিন ও মো: নাজিম উদ্দিন তাঁদের নিজ নিজ জোনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন। প্রতিবেদন উপস্থাপনায় সহযোগিতায় ছিলেন তিন জোনের এরিয়া ম্যানেজারগণ।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, এমআইএস বিভাগের ব্যবস্থাপক মো: শাহাদাৎ হোসেন এবং অডিট বিভাগের সহ. ব্যবস্থাপক এমডি সাজ্জাদ হোসেন।

তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এরিয়া ম্যানেজারগণ– রেহেনা বেগম, মো: আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ ওসমান, মো: সাইফুল ইসলাম, মো: শরীফ আহমেদ, মো: জুয়েল রানা, রাফিজা পারভীন, এমডি সরফরাজ চৌধুরী, কে.এম. আহসান হাবীব, মো: তৈয়ব আলমগীর এবং শাখা ব্যবস্থাপক এমডি মহিউদ্দিন চৌধুরী।

দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দিকগুলো বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সংস্থার আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত মতামত ও প্রস্তাবনার আলোকে আগামী বছরের কার্যক্রমের জন্য একটি প্রাথমিক রূপরেখা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘাসফুল মাদারবাড়ি-০৩ শাখায় ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ; উদ্যোক্তা উন্নয়নে সিইও'র দিকনির্দেশনা

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গতকাল, ০৩ নভেম্বর, ঘাসফুলের মাদারবাড়ি-০৩ শাখায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সংস্থার সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী সফল নারী উদ্যোক্তা সদস্য সানজিদা আক্তার দিনার হাতে ত্রিশ লক্ষ টাকার ঋণের চেক হস্তান্তর করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে এটিই সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়।



অনুষ্ঠানে সিইও উপকারভোগী সদস্য ও তার পরিবারের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি ঘাসফুলের সেবার মান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি শাখা পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

ঘাসফুলের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত এ ধরনের উদ্যোগ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের সাদিয়া রহমান, মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. নাছির উদ্দিন, অডিট বিভাগের ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরীসহ শাখার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুলের বিভিন্ন কর্মএলাকায় নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জোরদার ও টেকসই উদ্যোক্তা সৃষ্টি লক্ষ্যে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বিভিন্ন কর্মএলাকায় ধারাবাহিকভাবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নকে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন কর্মএলাকায় দিনব্যাপী "নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিচালনা, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, আর্থিক পরিকল্পনা ও হিসাব-নিকাশ, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও বিপণন কৌশল, ব্র্যান্ড উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা, ভ্যাট ও ট্যাক্স, আইনগত প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন গ্রহণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

*** চট্টগ্রাম সিটি নর্থ এরিয়া (দেওয়ানবাজার শাখা) :** গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ দেওয়ান বাজার শাখায় আয়োজিত কর্মশালায় ৫০ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, আর্থিক পরিকল্পনা, বিপণন কৌশল এবং বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ে ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

*** কুমিল্লা (মিয়াবাজার শাখা) :** কুমিল্লার মিয়াবাজার শাখায় গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ আয়োজিত কর্মশালায় ২৫ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারীরা ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, ভ্যাট-ট্যাক্স, আইনগত প্রক্রিয়া ও বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

*** চট্টগ্রাম (নজুমিয়াহাট শাখা) :** ৯ নভেম্বর ২০২৫ নজুমিয়া হাট শাখায় আয়োজিত প্রশিক্ষণে ২৫ জন এমই নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সফল নারী উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় অংশগ্রহণকারীদের অনুপ্রাণিত করে। পাশাপাশি ব্যবসা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

*** হাটহাজারী (মেখল শাখা) :** ১০ নভেম্বর ২০২৫ মেখল শাখায় আয়োজিত প্রশিক্ষণে ৩৫ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, বিপণন কৌশল, আর্থিক পরিকল্পনা এবং আইনগত বিষয়াবলি সম্পর্কে



বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করেন। সফল উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তারা জানান, এ ধরনের উদ্যোগ তাদের ব্যবসায়িক জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তারা শেখা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে নিজেদের উদ্যোগকে আরও সুসংহত ও সম্প্রসারিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নারী উদ্যোক্তার হাতে পিকেএসএফ প্রদত্ত "উদ্যোক্তা সহায়িকা" বই তুলে দেওয়া হয়, যা তাদের উদ্যোক্তা উন্নয়নের পথে কার্যকর সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

ঘাসফুলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কৌশলগত দৃষ্টি এবং মাঠপর্যায়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র গার্মেন্টস, তাঁত ও বুটিক, কৃষি উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পোলট্রি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ বিভিন্ন খাতে অসংখ্য সফল নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতেও ঘাসফুল নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, বাজারসংযোগ, পরামর্শ ও অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের আরও এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঘাসফুল মাদারবাড়ি (কোড-০৬) শাখার উপকারভোগী সদস্যের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন



ঘাসফুলের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপকারভোগীদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি মূল্যায়ন ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে গতকাল, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ঘাসফুল মাদারবাড়ি (কোড-০৬) শাখার উপকারভোগী সদস্য মো. আবুল কালাম আজাদ সাহেবের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান (আইজিএ) পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনে মাইক্রোফিন্যান্স ও ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব জয়ন্ত কুমার বসু এবং সহকারী পরিচালক জনাব মো. নাছির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আগ্রাবাদ চৌমুহনীস্থ শেখ মুজিব রোডে অবস্থিত কে. আর. অটো কার শো-রুমে গিয়ে স্বত্বাধিকারী হিসেবে তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

পরিদর্শনকালে উপকারভোগীর ব্যবসার বর্তমান অবস্থা, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মকর্তারা ব্যবসার অগ্রগতি মূল্যায়ন করেন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, উপকারভোগী সদস্যের প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ বিশ লক্ষ টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৩,৯৪৯
সদস্য সংখ্যা	৬৭,৯৩৩
সঞ্চয় স্থিতি	৯৩৫,০৮৪,৭১০
ঋণ গ্রহীতা	৫৫,৭৯০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	৩৫,৭৬১,৮৮৫,৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৩৩,১৭৫,৫১৭,৩০২
ঋণ স্থিতির পরিমান	২,৫৭৬,৩৬৮,৩৯৮
বকেয়া	২৪৯,৪৫৯,২৪২
শাখার সংখ্যা	৬০



ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১২৬জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৬৮,৫২,৮২১/-(আটষট্টি লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশত একুশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ১২,১৫,৫১৬/- (বার লক্ষ পনের হাজার পাঁচশত ষোল) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৬,৯৩,০০০/- (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা।

ঘাসফুল PRISE প্রকল্প সংবাদ

রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয় ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম সম্পন্ন



দেশের উত্তরাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার তরুণ-তরুণীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে ঘাসফুল, ব্র্যাকের সহযোগিতায় PRISE প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায়।

২–৩ নভেম্বর, রাজশাহী:

রাজশাহীর ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ২ নভেম্বর শুরু হয়ে ৩ নভেম্বর শেষ হয় দুই দিনব্যাপী 'ট্রেড ওনার্স–এমসিপি' প্রশিক্ষণ। এতে ২৫ জন ট্রেড ওনার্স ও এমসিপি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল যুবক-যুবতীদের দক্ষ করে তোলা, যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং অন্যদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করতে সক্ষম হয়। প্রশিক্ষণে ঘাসফুলের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার শাহিন সিদ্দিকা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্র?্যাক স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের জেলা ব্যবস্থাপক রোজিনা খাতুন।

২৫ নভেম্বর ২০২৫, চাঁপাইনবাবগঞ্জ:

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শান্তির মোড় আরামবাগ এলাকায় ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের 'শিক্ষানবিশ বেসিক ওরিয়েন্টেশন' অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রকল্পের কার্যক্রম, নির্বাচন প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণের ধাপ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন শাখা সমন্বয়কারী মোশারফ হোসেন, শাখা ব্যবস্থাপক সুলতান মাহমুদ, প্রোগ্রাম অফিসার তোফায়েল হোসেন, পিয়ার-লিড সুমাইয়া আক্তার জ্যোতি এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। বক্তারা জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা তরুণদের হাতে পেশাভিত্তিক দক্ষতা তুলে দেওয়া হচ্ছে, যা তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করবে।

২৬ নভেম্বর, নওগাঁ (মহাদেবপুর):

নওগাঁর মহাদেবপুরে ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় চজওঝউ প্রকল্পের আরেকটি ওরিয়েন্টেশন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের বিপুল যুবশক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা গেলে তারা সহজেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (SDP) কে.এম.জি রাব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, শাখা সমন্বয়কারী মোশাররফ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার মিমিয়া জামান, পিয়ার লিডার নুসরাত জাহান এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোয়াজ্জেম হোসেন।

প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর মহাদেবপুর, পত্নীতলা, ধামুইরহাট, মান্দা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার তরুণ-তরুণীরা পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে, যা তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথ তৈরি করছে।

ঘাসফুলের এই উদ্যোগ কেবল একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নয়–এটি তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। উল্লেখ্য ঘাসফুল ইতোপূর্বে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সফলভাবে PRISE প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

ব্র্যাক জেলা ব্যবস্থাপকের আইজিএ পরিদর্শন

গত ২২ ও ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের আওতাধীন মহাদেবপুর, পত্নীতলা ও ধামুরহাট শাখায় বিভিন্ন ট্রেডের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম (আইজিএ) পরিদর্শন করেন ব্র্যাক জেলা ব্যবস্থাপক রোজিনা খাতুন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (এসডিপি) ও প্রাইজ প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মোঃ সিরাজুল ইসলাম। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন ট্রেডে পরিচালিত আইজিএ কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে যাচাই করা হয়।

আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাইজ কর্মসূচির ব্রাঞ্চ কো-অর্ডিনেটর মোঃ মোশারফ হোসেন এবং ফিল্ড অফিসার শাহিন সিদ্দিকা, মিমিয়া জামান ও আল হাসান মাহমুদ।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরিদর্শনের সময় ঘাসফুলের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও দক্ষতার সাথে আইজিএ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত



কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু, সুন্দর ও শোভন পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত তিন মাসে (অক্টোবর ও ডিসেম্বর) মোট ৫টি অভিভাবক ও শিক্ষার্থী বেসিক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত ওরিয়েন্টেশনগুলোতে শিক্ষার্থীদের টেকসই উন্নয়ন, জীবন দক্ষতা, বাল্যবিবাহের কুফল, নারী নির্যাতন, সাইবার বুলিং এবং সেইফ গার্ডিং সুরক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ওরিয়েন্টেশনগুলোতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ও প্রাইজ প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এমসিএম শাখা সমন্বয়কারী (প্রাইজ প্রকল্প) মো: মোশারফ হোসেন এবং মাইক্রোফাইন্যান্স এলাকা ব্যবস্থাপক মো: হাবিবুর রহমান।

এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখার মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যবস্থাপকগণ শিক্ষার্থীদের সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। সংস্থার প্রতিনিধিরা আশা প্রকাশ করেন যে, এই ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও দক্ষ কর্মজীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঘাসফুল RAISE প্রকল্প সংবাদ

তরুণ উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে ঘাসফুল RAISE প্রকল্পের ধারাবাহিক আউটরিচ কার্যক্রম



"ছোট উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় ঘাসফুলের বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিক কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সংস্থাটি।

২৮ অক্টোবর, চট্টগ্রামের পশ্চিম মাদারবাড়িতে আয়োজিত এক প্রাণবন্ত কমিউনিটি আউটরিচ সভায় শিক্ষানবিশ ও সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তা নির্বাচন এবং তাদের উদ্যোক্তা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঘাসফুলের সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, তরুণদের মধ্যেই নতুন উদ্যোক্তা হওয়ার সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই প্রকল্প ইতোমধ্যে বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ অতিথি কাজী মশরুর উল আলম প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, আর্থিক প্রণোদনা ও উদ্যোক্তা সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। সভায় হেল্পডেস্কের মাধ্যমে তথ্যসেবা, ফর্ম ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৪ নভেম্বর, পটিয়ার কালারপুল এলাকায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে RAISE প্রকল্পের লিফলেট বিতরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় ওস্তাদ-সাগরেদ মডেলের আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মুনসুর আলী। সহযোগিতা করেন এরিয়া ম্যানেজার মোঃ ওসমান এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান করেন কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার সঞ্জয় চৌধুরী।

৫ নভেম্বর, কালারপুল শাখায় ওস্তাদ-সাগরেদ মডেলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন লাইফ স্কিলস ও এন্টারপ্রিনিওরশিপ ডেভেলপমেন্ট অফিসার আল-ঈমরান এবং কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার সঞ্জয় চৌধুরী। তারা প্রশিক্ষণের মান, অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন করেন।

৯ নভেম্বর, পটিয়া উপজেলার চাপড়া, কালারপোল এলাকার সবুজবাগ শিক্ষা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত আউটরিচ সভায় ১২৪ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৯৩ জন নারী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো উদ্যোগ সফল হওয়া কঠিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মফিজুর রহমান এবং সমাজসেবক মোহাম্মদ আবদুল ছবুর। সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর কাজী মোঃ সিরাজুস সালেকীন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লিফলেট



বিতরণ ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়।

১০ নভেম্বর, হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের ইছাপুর বাজারে আয়োজিত আরেকটি কমিউনিটি আউটরিচ সভায় ৮২ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৭৮ জন নারী। একই দিনে উপজেলা পরিষদে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় প্রকল্পের লিফলেট বিতরণ, তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং উপকারভোগীদের তথ্য প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ম্যানেজার মো. সরফরাজ চৌধুরী, একাউন্টস অফিসার গিয়াসউদ্দিন পারভেজ, শাখা ব্যবস্থাপক পলাশ রঞ্জন বসাকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, RAISE প্রকল্পের এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভর জীবিকা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অংশগ্রহণকারীদের মতে, এই উদ্যোগ তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেকসই জীবিকার পথে এগিয়ে যেতে কার্যকর সহায়তা দিচ্ছে।

RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশদের মনিটরিং কার্যক্রম শুরু



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রেইজ (RAISE)" প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশদের মনিটরিং ও প্রশিক্ষণ অগ্রগতি এবং গুণগত মান যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৯ডিসেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারি উপজেলার সরকারহাট, মেখল, হাটহাজারি সদর এবং চৌধুরীহাট এ ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন, টেইলরিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এবং বিউটিফিকেশন ট্রেডে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকালে শিক্ষানবিশদের নিয়মিত উপস্থিতি, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের অগ্রগতি এবং প্রশিক্ষণের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে তাদের সংশ্লিষ্ট এমসিপিদের সাথে মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সময় শিক্ষানবিশদের কাজের প্রতি আগ্রহ, শৃঙ্খলা ও বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের সন্তোষজনক চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান করেন ঘাসফুলের ফোকাল পার্সন এবং উপ-পরিচালক জনাব জয়ন্ত কুমার বসু। পরিদর্শন দলে আরো ছিলেন হাটহাজারী জোনের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ সরফরাজ, প্রকল্প সমন্বয়কারী কাজী মোঃ সিরাজুস সালেকীন এবং একাউন্টস অফিসার মোঃ গিয়াস উদ্দিন পারভেজসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

মাদারবাড়ি শাখা -০৩ RAISE প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ উদ্বোধন

১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ঘাসফুলের মাদারবাড়ি শাখা-০৩-এ কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা ও তরুণ উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে এ ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ প্রকল্প তরুণদের স্বাবলম্বী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ সময় সহকারী পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২৫ • সংখ্যা ০৪
• অক্টোবর - ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২৪ বছর

ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ২৫তম সভা অনুষ্ঠিত

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটি'র ২৫তম সভা (২০২৫–২৬ অর্থবছরের ১ম সভা) গত ১৭ ডিসেম্বর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম 'জুম'-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহবায়ক ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী।

সভায় কমিটি'র সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, কবিতা বড়-য়া, সমিহা সলিম এবং কমিটির সেক্রেটারি ও উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ঘাসফুলের নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু ও সাদিয়া রহমান এবং অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

সভায় সংস্থার আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ২০২৫–২৬ অর্থবছরের বহিঃনিরীক ও আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ, ২০২৪–২৫ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদনসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।



ই-পার্টিসিপেশান বৃদ্ধিতে নাগরিক সংগঠনসমূহের করণীয়: বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

ডিজিটাল বাংলাদেশে নাগরিক অংশগ্রহণকে আরও ফলপ্রসূ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গত ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হলো "ই-পার্টিসিপেশান বৃদ্ধিতে নাগরিক সংগঠনসমূহের করণীয়" শীর্ষক বিভাগীয় মতবিনিময় সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জনাব মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরী। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব (সংযুক্ত) জনাব মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান, এবং মুল উপস্থাপনায় ছিলেন আইসোশ্যাল এর চেয়ারপারসন জনাব ড. অনন্য রায়হান।

সভায় সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী অংশ নেন।



আলোচনায় বক্তারা বলেন, ই-পার্টিসিপেশন কার্যকর করতে নাগরিকদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মানুষের আস্থা ও আগ্রহ বাড়াতে হবে। তারা বলেন, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও এবং নাগরিক সমাজ একসাথে কাজ করলে ই-পার্টিসিপেশন আরও সহজ, ব্যবহারবান্ধব ও কার্যকর হবে। পাশাপাশি ডিজিটাল অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও এর সুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ওপরও জোর দেওয়া হয়।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করেন– নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ই-পার্টিসিপেশন হবে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, গণমুখী এবং টেকসই।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা সলিম
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
সাদিয়া রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org